R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
১১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২৭শে জুলাই, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮.

ফরাক্কা এখনও সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনার আধার

'ফরাক্কা এখনও সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনার আধার। এই পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। ফলে ফীডার ক্যানেলের এমন ব্যবস্থা অবলম্বন ও বলবৎ করা হয় যে, যার মধ্যে বেশ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এরই জন্য ক্যানেলের মাধ্যমে জল সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে প্লাবনে জঙ্গিপুর মহকুমার চারটি থানা এবং মালদার কিছু অংশের হাজার হাজার হেকটর জমি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে চাষীদের দুর্গতির শেষ নাই। যারা দশজন লোককে না খাইয়ে নিজেরা খেত না, আজ তারাই অন্নক্লিষ্ট।' সম্প্রতি লোকসভার অধিবেশনে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল। তিনি আরো বলেছেন, আরো একটি জল-নিকাশী খাল কাটতে পারলে এই অঞ্চলের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ইনজিনীয়াররাও সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন একটার বদলে দুটো নিকাশী খাল কাটলে ভালো হয়। বর্ষার পরে ও শরৎকালের আগে এখানকার ইনজিনীয়ার এবং প্রয়োজন মত অন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সরেজমিনে তদন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ফরাক্কা একটি আভ্যন্তরীণ বন্দর নির্ধারিত হয়ে আছে। পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, বড় নৌকা, ষ্টিমার, বজরা হলদিয়া থেকে ফরাক্কা হয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাতায়াত করতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে দুটি স্পার ক্ষতিগ্রস্ত, জল নেমে গেলে ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা

ধুলিয়ান ২৫ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল বারি গত ২০ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যাপীড়িত ও গঙ্গাভাঙনের আশঙ্কাজনিত স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনকাল ফরাক্কা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য আবুল হাসনাৎ খান ও সরকারী অফিসারগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলে পশ্চিমপারে অবস্থিত প্রায় ১০ বর্গ মাইল অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকা উপযুক্ত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে প্লাবিত হয়ে ১২৫০ একর জমির ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি সমস্যা নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই সমস্যার স্থায়ী

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পারসেল চুরির ঘটনা হালে বেশ বেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ জুলাই—জেলা এবং জেলার বাইরে বিভিন্ন ডাকঘরের মাধ্যমে প্রাপকদের জন্য প্রেরিত পারসেল বহরমপুর আর এম এস থেকে খোয়া যাচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। খবরটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের। এই সূত্র থেকে জানা গেছে যে, পারসেল চুরির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত তিন মাসেই জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা, ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর ডাকঘর থেকে ১৪টি পারসেল চুরি যাওয়ার ঘটনার তদন্ত হয়েছে এবং সেই তদন্তের ফলে চুরির উৎস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সূত্রের দাবি অফিসাররা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলে পারসেল চুরির ঘটনা একেবারেই বন্ধ করা কঠিন কাজ নয়।

জঙ্গিপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পিয়ারাপুর রেশম শিল্প সমবায় সমিতি থেকে পাঠানো ৫টি পারসেল থেকে হাজার হাজার টাকার পিস কাপড় গত ৪/৫ মাসের মধ্যে খোয়া গিয়েছে।

দুর্গম পথ দুর্বহ ঘাট

সাগরদীঘি, ২৭ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রাম থেকে সাগরদীঘি থানার অথুয়া ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত কাঁচা রাস্তাটিকে পাকা রাস্তায় পরিণত করতে গ্রামবাসীদের প্রায় দশ বছরের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। এই থানার বন্যেশ্বর অঞ্চলের গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রামগুলো সেখদীঘি লাগা জাতীয় সড়ক থেকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে বহু দূর-দূরান্তে অবস্থিত। বর্ষায় এই রাস্তায় এত কাদা হয় যে, গ্রামবাসীদের পথচলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মন্ত্রী বরাবর এই রাস্তা পাকা করার আবেদন পাঠানো হয়েছিল, একজন মন্ত্রী কথাও দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজ্যের নতুন সরকারের কাছে এলাকার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হত্যার দায়ে স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ী গ্রেপ্তার

ফরাক্কা, ২৬ জুলাই—গৃহবধু নন্দিনী ঘোষকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ এই থানার মহাদেবনগর গ্রামের বীরেন ঘোষ এবং তাঁর মা-বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে। বীরেন নন্দিনীর স্বামী। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, গত ২০ জুলাই রাত্রে নন্দিনীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটলে নৌকায় করে তাঁর মৃতদেহ মাঝগঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের গলায় দড়ি এবং দড়িতে একটি পাথর বেঁধে মৃতদেহটি গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। তবে কে বা কারা এ কাজ করেছে তা জানা যায়নি। নিহত নন্দিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং ঘটনার দিন রাত্রে নন্দিনীর স্বামী বীরেন বাড়ি ছিলেন না বলে জানানো হয়েছে।

মানুষ খেকো কল

অরঙ্গাবাদ, ২৬ জুলাই—শহরের শম্ভু দাস (ডাক নাম পচু দাস) অনেক শখ করে এবং পরিশ্রম করে আরও কয়েকজনের আর্থিক সাহায্যে একটি বরফের কল বসিয়েছিলেন। গত ১৯ জুলাই ছিল উদ্বোধনের দিন। যন্ত্রের কোনও জায়গায় ত্রুটি ছিল। মিস্ত্রি বা অন্য কেউ ঐ ত্রুটি লক্ষ্য করেনি। যার ফলশ্রুতি হলো দুটো অমূল্য জীবনের অবসান।

প্রকাশ, ওই মিলের মিস্ত্রী শ্যামাপদ দাস এবং মালিকের পুত্র প্রণবকুমার দাস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজেটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

ইলেকট্রিক শক

যে সময় রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির কেহ কৃষিতে, কেহ শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, সেই সময় জনসংখ্যা-সংপৃক্ত, ক্রমবর্দ্ধিত অগণিত সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ কি কৃষি, কি শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন পিছাইয়া পড়িয়া এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতেছে। তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া মানুষ বা অপরাপর জীবজন্তুর জীবনান্ত ঘটে। পশ্চিমবঙ্গও আজ ইলেকট্রিক শক্ খাইয়া বসিয়াছে। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যের সার্বিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে এবং রাজ্যকে ক্রমশঃ দুর্যোগের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিতেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রিক বর্তমান সভ্যতা; তাই আজ দৈনন্দিন জীবনযাপন নানা কারণে বিদ্যুৎনির্ভর। কখন, কোন্ সময় এবং কতক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রহিবে, কেহই বলিতে পারেন না। বিদ্যুৎ ঘাটতি এই রাজ্যে পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘাটতির তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইলে ধনীদেরই কষ্ট—এ কথা এখন খাটে না। কেন না, ধনীরা আলো, পাখা, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি অচল থাকিলে কষ্ট পান সত্য; কিন্তু বিদ্যুৎ যাঁহাদের রুজিরোজগারের একমাত্র সহায়, তাঁহারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় অপরিসীম দুর্গতির মধ্যে পড়িতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অনেকগুলি বিদ্যুৎ অভাবে অচল। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন রীতিমত কমিয়া যাইতেছে। কলকারখানায় আশানুরূপ কাজ না হাওয়ায় লোকসানের একশেষ হইতেছে বলিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। যেগুলি বন্ধ আছে, তাহাও খুলিতেছে না। তৎসংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মী বেকার হইয়া পড়িতেছেন। এই শহরে একাধিক আটাকল, মশলাপেষাই কল, আইসক্রীম তৈয়ারীর কল আছে। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনেক কল বন্ধ থাকিতেছে। ফলে দিনান্তে গরীব শ্রমিক কিছু আটা ভাঙ্গাইয়া রাত্রির আহার জুটাইবে, তাহা বন্ধ। হলুদ পেষাই করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া যাহারা উদরান্নের সংস্থান করে, তাহাদের সে পথ বন্ধ। আইসক্রীম হকারেরা মাল পাইতেছে না, তাহাদের উপার্জন বন্ধ। আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাহত শিল্পোৎপাদনের জন্য রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইতেছে, জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কারণ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বিশেষভাবে কমিতেছে।

অবশ্য ইহা বরাবর সত্য যে, এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদায় ও উৎপাদনে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। সে ফাঁক এতদিনেও পূরণ হয় নাই। যে কর্মসূচী হাতে লইয়া অন্যান্য রাজ্য নানা শিল্পে অগ্রসর হইতেছে, যে কর্মসূচীতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, মাঠে মাঠে বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ-সেচপাম্প ফসলের হাসি ফুটাইতেছে, কলকারখানা দিবারাত্র চালু রহিয়া তথাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটাইতেছে, সে কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা কেন? এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে যান্ত্রিক বিকলতা কিছুতেই সারিতেছে না। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ইউনিট চালু থাকে, কোনটি বন্ধ হয়। ইহার মূলে নাকি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক-ত্রুটি বলিয়া শুনা যাইতেছে।

রাজ্যের নূতন সরকার এই বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন এইরূপ ধাক্কা খাইতে থাকে, তবে বিকল্প ইউনিট সাময়িকভাবে চালু করিয়া মূল ব্যাধি সারাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজের গোলমাল দৃঢ়হাতে বন্ধ করিতে হইবে। শুধু কমিশন আর বৈঠক ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইবে না। রাজ্যের সার্বিক স্তরের এত বড় তীব্র সঙ্কট হইতে রাজ্যকে মুক্ত করুন—সরকারের নিকট এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

ট্রাক উল্‌টে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ জুলাই—ফরাক্কা থানার বিন্দুগ্রামে গতকাল কলকাতা গামী চায়ের পেটি বোঝাই একটি ট্রাক জাতীয় সড়ক থেকে উল্‌টে খাদে পড়ে গেলে ট্রাকের মালিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। চালক এবং খালাসী পলাতক।

ট্রাক চাপায় মৃত্যু: গতকাল জাতীয় সড়কের আহিরণ মোড়ে সুতী থানার ঘোষপাড়া গ্রামের সম্পত্তি মণ্ডল ট্রাক চাপা পড়ে নিহত হয়েছেন। তিনি ফেকু মণ্ডলের স্ত্রী। কয়েকদিন আগে বন্যায় তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়ে টুনটুনি ডুবে মারা গিয়েছে।

ট্রাফিক জ্যাম: গতকাল সন্ধ্যা থেকে ফরাক্কার বিন্দুগ্রাম থেকে অর্জ্জুনপুর পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ট্রাফিক জ্যামের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও ষড়ানন সাহা পুলিশবাহিনী নিয়ে সারারাত জ্যাম খালাসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। আজ বেলা দেড়টা থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। কাঠবোঝাই একটি ট্রলি মাঝপথে ফেঁসে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে বলে জানা গেল।

অফিসার আক্রান্ত: ফরাক্কা থানার অর্জ্জুনপুরে একজন ভাগচাষী অফিসারকে ২৩ জুলাই একদল লোক ঘেরাও করে মারধোর করেছে বলে থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং আদালতে একটি মামলা রুজু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে

গ্রেপ্তার, জরিমানা: গতকাল মোরগ্রাম থেকে সাগরদীঘি পুলিশ চারজন কল গার্লকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দিলে তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের। এই সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, সাগরদীঘি পুলিশ বাহালনগর থেকে গত ২২ জুলাই বীরভূম জেলার নলহাটী থানার একটি রাহাজানি মামলার ৩ জন আসামীকে বামাল গ্রেপ্তার করে নলহাটী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

পুর এলাকায় চুরি

ধুলিয়ান, ২৫ জুলাই—গত সোমবার রাত্রে ধুলিয়ান পুর শহরের প্রধান সড়কের পাশের একটি দোকান থেকে ৭ বস্তা গোলমরিচ চুরি গিয়েছে যার আনুমানিক মূল্য দশ হাজার টাকা। এই চুরির ঘটনায় শহরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বন্যায় বালিকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ জুলাই—ভাগীরথী, বাঁশলৈ ও পাগলার জলস্ফীতির ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় যে বন্যা দেখা দিয়েছিল, জল কমে যাওয়ার ফলে তার সাময়িক বিরতি ঘটেছে। দ্বিতীয় দফায় বন্যার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রথম দফায় বন্যায় একটি বালিকার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। তার নাম টুনটুনি, বয়স ৫ বছর, ঘোষপাড়া গ্রামের ফেকু মণ্ডল এর মেয়ে।

বৈকুণ্ঠ যাত্রা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ জুলাই—সাগরদীঘিতে পাওয়া এক সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার রঘুনাথগঞ্জ থানার ফ্রেজারনগর গ্রামের জনৈক চাষী ডিহিপাড়ার সামনে উপলাই বিল বলদের লেজ ধরে সাঁতরে পশই গ্রামের দিকে আসার সময় মাঝবিলে এলে ঠাণ্ডায় তার শরীর অবশ হয়ে যায় এবং বলদের লেজ ছেড়ে দিয়ে সেখানেই সে ডুবে মারা যায়। জনরব, বিলের ওই জায়গায় নাকি একটি জলপাথর আছে, সেই জন্যে জল নাকি ঠাণ্ডা থাকে এবং পাথরটি নাকি মানুষের রক্ত শুষে খায়।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বহরমপুর, ২৬ জুলাই—গত বৎসরের মত এবারও খাগড়া শ্মশানঘাট স্পোরটস্ ক্লাব পরিচালিত গঙ্গাবক্ষে ১১ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামী ২১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। যোগদানেচ্ছু প্রতিযোগীদের ২০ আগষ্টের মধ্যে সম্পাদক ২৮ দক্ষিণ হাঁড়িহাট্টা লেন, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এনট্রি ফি ছ' টাকা।

কর আদায়কারীদের দাবি

ধুলিয়ান, ২৬ জুলাই—গত ২০ জুলাই পঃ বঃ অঞ্চল পঞ্চায়েত কর আদায়কারী ও চৌকিদার-দফাদার সমিতির সামসেরগঞ্জ থানা সমিতির তরফ থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমার পর সামসেরগঞ্জ ব্লকে কর আদায়কারীদের নিয়োগপত্র প্রদান, চৌকিদার-দফাদারদের নিয়মিত বেতন ও পোশাক প্রদানসহ ৯ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলি যথাসাধ্য পূরণের আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে।

ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরী করলে তাঁরা সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে প্রায় ৬৭ বর্গ মাইল এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে ১৬ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করেছে। ৬৫ হাজারেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৬০০ জনকে উদ্ধার করে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড় ও ত্রিপল বিলি করে উপযুক্ত ত্রাণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, আস্তে আস্তে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

আবদুল বারি ধুলিয়ান, দুর্গাপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের আশঙ্কাজনক স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। ধুলিয়ানের জে ডি জে ইনসটিটিউশন গঙ্গা ভাঙনের মুখে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। এই স্কুল বাড়ীর কিছু অংশ ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গাগর্ভে গেছে, এবারে আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে স্থানীয় জনসাধারণ আশঙ্কা করছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, গঙ্গা কিনারে পাথর ফেলা বা স্পার নির্মাণের কাজ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তভাবে করা হয় না; ফলে গঙ্গার জল বাড়লে ঐগুলি স্রোতে সরে যায় এবং ভাঙন প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ধুলিয়ানে দুটি স্পার এবারের বন্যায় ইতিমধ্যেই বেশ ভালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গঙ্গার জল নেমে যাবার সময় ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই খরিফে ধান চাষে ফলন বাড়ান

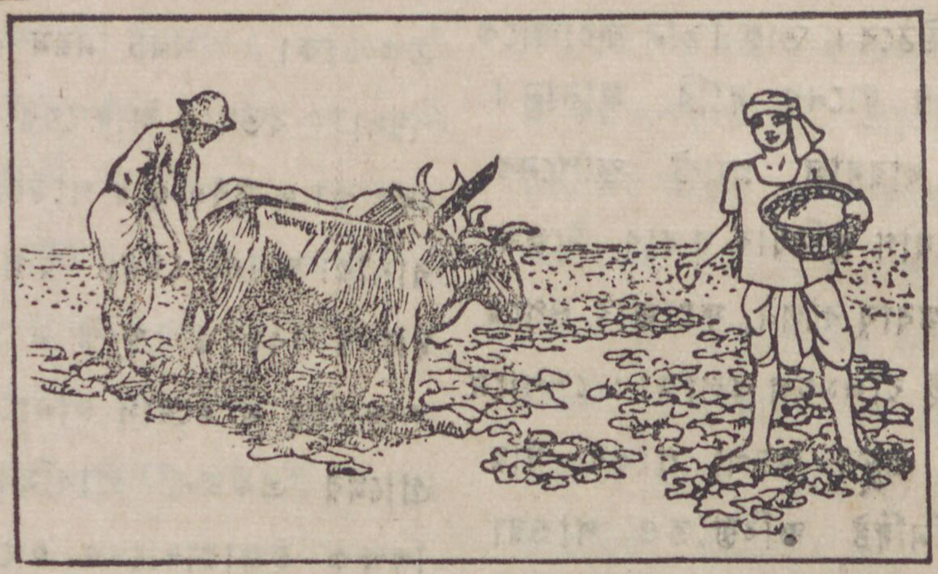
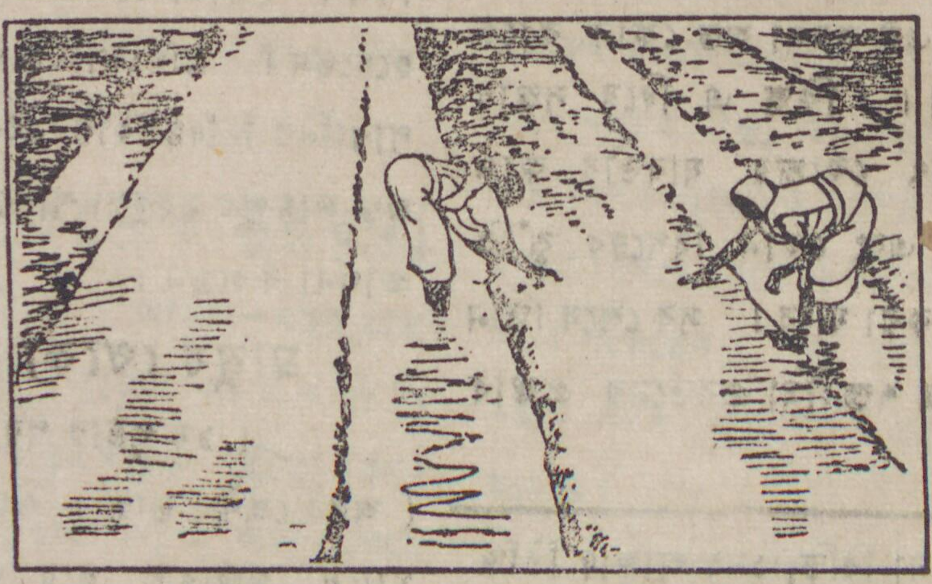

ধান আমাদের প্রধান ফসল। ধান চাষে সাফল্যের ওপর আমাদের আর্থিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। আপনার জমির মাটি আমাদের দিয়ে বিনাখরচে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করুন। এতে আপনার খরচ বাঁচবে, ফলন বাড়বে, লাভ অনেক বেশি হবে। আপনার জন্য সুফলা ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার-এর কাছে পৌঁছে গেছে। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু ক'রে শস্য পরিচর্যা, সার প্রয়োগ—ধান চাষের সমস্ত পর্যায়ে আপনাকে সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য

সুফলা

ইউরিয়া

সার প্রয়োগ করুন

FCI

দি ফার্টিলাইজার
কর্পোরেশন
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল, দুর্গাপুর-১২।
শাখা কার্যালয়: মুচিপাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান ● ৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১ ● ক্ষুদিরাম বোস রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ।

Progressive/FCI (D) 1/77

ফরাক্কা এখনও সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারে। এই ব্যবস্থা চালু হলে বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য জলপথে পরিবহণের নতুন দরজা খুলে দিবে এবং যাত্রী চলাচল ও প্রমোদ ভ্রমণের এক নতুন অধ্যায় সূচীত হবে।

শশাঙ্কবাবু তাঁর দীর্ঘ ভাষণে ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রসঙ্গে বলেন, সরকার দেশে পাঁচটি উচ্চ স্তরের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার মধ্যে ফরাক্কা অন্যতম। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দৌলতে হুগলী পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র শিল্পনগরী এবং কৃষিভিত্তিক পরিপূরক ও স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে। তাই তিনি ফরাক্কাকে অগ্রাধিকার দানের দাবি জানান। ফরাক্কায় থারমাল প্ল্যান্ট স্থাপনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথার উল্লেখ করে শশাঙ্কবাবু বলেন, ফরাক্কার ওপরে কিছু দূরেই রাজমহল এলাকা। সেখানে নিম্নস্তরের প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় এবং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। এই কয়লা অন্য কোন কাজে লাগে না। কিন্তু এ দিয়ে সস্তায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যাবতীয় কাজ অনায়াসে এবং কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে করা যাবে। সব শেষে তিনি কৃষিক্ষেত্রে শস্যবীমা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন- ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

দুর্গম পথ দুর্বহ ঘাট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামবাসীরা রাস্তাটিকে পাকা করার আবেদন নতুন করে জানাচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসনকেও দুর্গম পথটি সুগম করতে সচেষ্ট হওয়ার জন্যও তাঁরা অনুরোধ করছেন।

গ্রামবাসী সূত্রে প্রাপ্ত অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত আথুয়া ঘাট প্রতি বৎসর সরকারী ডাক হয়। এবার যে ইজারাদার ঘাটটি নিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তিনি ঘাট পারানির কড়ি যার কাছে যেমন পারেন আদায় করে থাকেন। এই আদায়ের হার চল্লিশ পয়সা থেকে এক টাকা। অথচ নিয়ম নাকি কুড়ি পয়সা। বর্তমান আদায়ের হার যাত্রীদের কাছে দুর্বহ হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের বিরুদ্ধে খুশী মত পারানি-আদায়ের অভিযোগ জানানোয় আথুয়া গ্রামের একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ইজারাদারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। গ্রামবাসীরা আথুয়া ঘাটে পারানির নির্দিষ্ট হার বেঁধে দেওয়ার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

মানুষ খেকো কল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র) ওই দিন বিষাক্ত গ্যাসে জর্জরিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাদের জঙ্গিপুর ও পরে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রথমে শ্যামাপদ দাস ও পরে প্রণবকুমার দাসও মারা যায়।

Wanted for Aurangabad Balika Vidyalaya, P. O. Aurangabad, Dist. Murshidabad two B. Sc. (Pure Science) preferably trained teachers in leave vacancy.

Candidates are invited to attend the interview with applications and original certificates, Mark-sheets and other testimonials on 31st. July, 1977 at 9 A. M. at Aurangabad Balika Vidyalaya.

No T. A. is admissible.

Secretary
Aurangabad Balika Vidyalaya.

ছাত্র-মিছিলে সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার, উত্তেজনা

অরঙ্গাবাদ, ২৩ জুলাই—স্থানীয় দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আজ একটি মিছিল করে তাদের বহুদিনের দাবি বাসের অনিশ্চয়তার অবসানের জন্য একটি স্মারকলিপি সুতী ২নং ব্লকে দাখিল করতে গেলে সেখানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ছাত্রছাত্রীদের পৌঁছানর কিছু আগে থেকে সি পি এম-এর একটি মিছিল শোভাযাত্রার পর বিডিও অফিসের সামনে অপেক্ষা করছিল। তাদের দাবির মধ্যে ছিল বন্যাদুর্গত জনসাধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা। তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে বাসের দাবিটিও ছিল।

ছাত্রদের অভিযোগ সি পি এম-এর মিছিল থেকে কিছু বিড়ি শ্রমিক ছাত্রদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়ে।

সি পি এম কর্মীদের অভিযোগ, ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্রথমে তাদের আক্রমণ করা হয়।

যাই হোক বিশেষ কেউ হতাহত হননি। ছাত্রদের মধ্যে আশুতোষ সিংহের হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। আশুতোষ জানায়, সে ওই মিছিল থেকে নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে আহত হয়েছে। সি পি এম কর্মীদের বক্তব্য, আশুতোষ ইটের মধ্যে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। গোলমালের সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দু'জন ছাত্রকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ধৃত ছাত্রদের জামিন নিয়ে মুক্ত করেন।

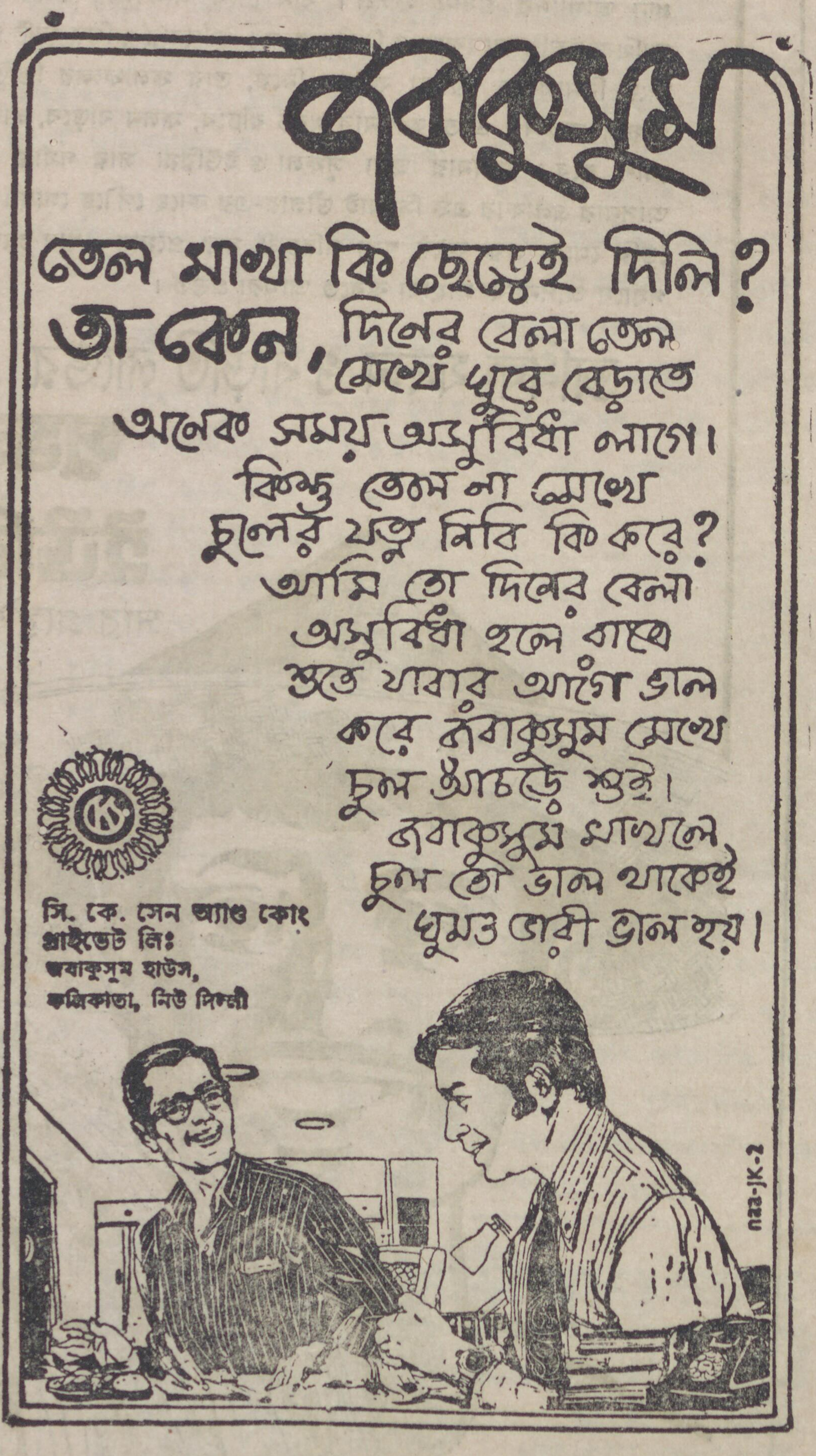

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।